ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 34-42
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.432

শিশুর শিক্ষা ও বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ছড়ার ভূমিকা

ড. অরুন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A child's life cycle starts from the mother's womb and through continuous growth; he enters the world as a full-fledged child. Later it passes through various stages of growth and development and attains the perfection of complete human life. Bengali oral literature rhymes play an important role in children's, normal development, social development, psychological development, intellectual development, language development and moral development. Rhymes from oral literature are easy to recite which builds confidence in young children. Children learn new words by reading rhymes, which build their knowledge of the sounds of words, which is very important pre-reading skill. Rhyme lessons develop language skills as well as self-confidence, mental, intellectual and creative skills necessary for learning.

Keywords: Oral Literature, Rhyme, Natural, Social, Psychological, Intellectual, Language, Moral development

বাংলা মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে পরম্পরাগতভাবে সমাজের শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে। এই সাহিত্যের ছড়াগুলির মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক বিধিবদ্ধ শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে তাদের নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করার স্বাধীনতা পায়। মৌখিক সাহিত্যের ছড়ার মাধ্যমে যে শিক্ষা তাতে থাকে না কোনো বাহ্যিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের বোঝা। সেই কারণে শিশুরা নিজের ইচ্ছা অনুসারে প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মৌখিক সাহিত্যের ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষা শিশুরা তাদের পরিবারের পিতা-মাতা, বয়স্কব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব ও খেলার সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকেও পেয়ে থাকে। ছড়ার মাধ্যমে শিশুরা তাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ পায় বলে পরবর্তী সময়ে সমাজ অগ্রগতিতে তারা নানান ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তাদের ভবিষ্যত বৃত্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার শিক্ষা পায়। বাংলা মৌখিক সাহিত্যের নানান ছড়া শিশু বা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, মনস্তত্ত্বের বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের জ্ঞান বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করে থাকে সেগুলি আলোচনা করাই হলো এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে ছড়ার অবদান:

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কয়েক মাস পরেই সে তার চারপাশের আপন জগৎ খুঁজে বেড়ায়। সে অনুভবে দেখে এবং শোনে। ছোটো শিশুটি তখন কান্না ছাড়া তেমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু নাম সে চোখে দেখতে পায় না শব্দ মাত্র তাতেই সাড়া দেয়। তখন অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ তাকে প্রভাবিত করে ফলে তার মনের বিকাশ ঘটে। শিশু শব্দ শুনল কিন্তু অর্থ বুঝল না, কিন্তু শব্দটার মধ্যে যে একটা সুর আছে, ছন্দ আছে, শ্রুতিমাধুর্য আছে সেটাই শিশুকে আকৃষ্ট করে। তাই শুনতে শুনতে কোনো এক সময় সেই শ্রুতিমধুর শব্দটাও বোধগম্যের পর্যায়ে চলে আসে। সেই কারণে যে কোনো দেশের বা যে কোনো ভাষায় কোনো বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো বা লেখা পড়া শেখানোর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ছড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশুর শৈশব জীবন পর্যায়ের বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের আদর, পরিচর্চা ও প্রেরণা সর্বাপ্রেক্ষা ফলদায়ক। তাই মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ছড়া আবৃত্তি করে শিশুর কানে একটি অপূর্ব সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ দুটি ছড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

> "আয়রে পাখী হুমো।
> আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো।।
> আয়রে পাখি লেজঝোলা
> আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোল।"[১]

ছড়ার এই সুর শিশুর কানে গিয়ে একটি কল্পনার জগতের সন্ধান দেয়, শিশুর মস্তিস্ক এক অদ্ভুত সুর মুর্চ্ছনায় আপ্লুত হয়। যার ফলে দূরন্ত শিশুটি বিচিত্র সুরের জালে জড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। আর এই ছড়ার আবৃত্তি ও সুর করে শোনানোর মাধ্যমে একটি মুহূর্তের কল্পনা শিশুর মনে আসবে, যা তার কল্পনাশক্তি ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে।

আবার দূরন্ত শিশুকে দুধ খাওয়াতে গিয়েও মা শিশুর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ছড়া আবৃত্তি করেন। ছড়া আবৃত্তি করে মা শিশুর কান্না থামিয়ে তাকে দুধ খাওনোর চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের একটি মৌখিক সাহিত্যের ছড়া:

> "আয়রে পাখি ল্যাজঝোলা খাবিদাবি দুধ কলা,
> দুধের বাটি তপ্ত, মানিক হবে শক্ত।
> মানিক যাবে রঙ্গে বাঘ ভালুকের সঙ্গে।"[২]

একটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির স্রেষ্ট উপহার মাতৃদুগ্ধ যা শিশুকে খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। শিশুর নিয়মিত বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবারেরও প্রয়োজন। আবার শিশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পালস পোলিও টিকা দেওয়ার কথা বলেছেন। আমরা শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা ছড়ার মধ্যে পায়, দৃষ্টান্ত মূলক মৌখিক সাহিত্যের ছড়া:

> "শিশুর খাবার মায়ের দুধে, ডাল ভাত দিও।
> যখন যেমন জোটেরে ভাই, টিকা কিন্তু দিও।"[৩]
> "বাল্যকালে শরীর বাড়ে, খাদ্য বেশি দরকারি
> চিন্তা কেন, পেট পুরে খাও মিড-ডে মিলের
> ডাল-ভাত ও তরকারি।
> স্বাস্থ্য গড়ার প্রোটিন যা চাই এতেই মেলে ভাইরে

মাছ মাংস এর উপরে? আনন্দ আর নাইরে।
লাউ কুমড়ো বাঁধাকপি, সবুজ যত তরকারি
খেতেও ভালো, খাওয়াও ভালো, বড়োই উপকারী।”[৪]

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও বিকাশে খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত খেলা-ধুলাই শিশুর জীবন। একজন শিক্ষার্থীর খেলাধুলা ও শরীরচর্চা শুধু তার সুস্বাস্থ্য এবং জ্ঞানমূলক বিষয় নয়, এটি শিক্ষার্থীর প্রধানত আচরণ অনুশীলনমূলক বিষয়ও। আবার খেলার মাধ্যমে যেমন শিশুর শারীরিক বিকাশ হয়, তেমনি মানসিক, আবেগিক, আচরণগত, সামাজিক সামঞ্জস্য বিধান, বৌদ্ধিক বিকাশ, সৃজনশীলতার ও নৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। লোকক্রীড়ার কয়েকটি উদাহরণ হলো: কানামাছি, বউবসন্ত, ইকির-মিকির, গোল্লাছুট, চিক্কা-দোক্কা, এলাটিং বেলাটিং, ডাংগুলি, গাদিখেলা, হা-ডু-ডু খেলা ইত্যাদি। এইসব লোকক্রীড়াগুলির সঙ্গে আছে নানান ছড়া, যা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পাশাপাশি মানসিক, আবেগিক, আচরণগত, সামাজিক সংগতি বিধান, বুদ্ধিবৃত্তিক, সৃজনশীলতার ও নৈতিক বিকাশেও বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। একটি হা-ডু-ডু খেলার ছড়া:

“হা-ডু-ডু খেলতে গেলাম
কুড়িয়ে পেলাম বেল।
বেলের ভেতর লেখা আছে
হা-ডু-ডু খেল।”[৫]

অর্থাৎ একবারে যতক্ষণ নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারে, ততক্ষণ সেই খেলোয়াড় শেষের লাইনটি বারং বার আবৃত্তি করে থাকে। খেলার সময় এই এক নিঃশ্বাসে ছড়া আবৃত্তি করাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম, যেমন পশ্চিমবঙ্গে ‘চু টানা’ বা ‘চু দেওয়া’ পূর্ববঙ্গে ‘ছি দেওয়া’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক নিঃশ্বাসে ছড়া আবৃত্তি করার মাধ্যমে শ্বাসকষ্ট ও স্নায়ুর নানান সমস্যার সমাধান হয়, যা শিশুর দৈহিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে এবং অ্যাজমার মতো অনেক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। মৌখিক সাহিত্যের আর একটি ছড়া:

“এক হাত বোল্লা বার হাত শিং।
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং।।
ধা তিং তিং.... ... ...।”[৬]

শিশুদের জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতির এই খেয়ালি পনার উপরে নির্ভর করে রচিত মৌখিক ছড়াগুলি শিশুর মধ্যে পরিবেশ চেতনা বাড়াতে সাহায্য করে। ছোটো ছোটো শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য মৌখিক সাহিত্যে নানান ছড়া প্রচলিত আছে। শিশুরা ছড়াগুলি খুব সহজেই তাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে, যার ফলে শিশুদের স্মৃতির ধারণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। ছড়া পাঠের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করলে শিশুদের পড়াশোনার প্রতি যেমন আগ্রহ বাড়ে, তেমনি অন্যান্য বিষয়গুলি পড়তে ও বলতে পারে, অর্থাৎ পড়াশোনার প্রতি জড়তা দূর করতে সহায়তা করে।

শিশুর সামাজিক বিকাশে ছড়ার অবদান:

শিশুর জন্মের পর থেকে ২৪ মাস শৈশব/শিশুকাল, এই সময় মায়ের সংস্পর্শে সামাজিক বিকাশের সূচনা হয়। এই সময় শিশুকে ঘুমপাড়ানো ছড়া ও ছেলেভুলানো ছড়া, সংগীতগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ৭ থেকে ৯ মাস বয়সে অন্যের কথা এবং কিছু সাধারণ কার্যাবলি নকল করার চেষ্টা করে। ১৩ থেকে ১৮ মাস বয়স কালে শিশুদের মধ্যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত হয়। ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে বিভিন্ন খেলনা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। ২বছর থেকে ৬বছর বয়সে পরিবার খেলার সাথী,

সহপাঠি এবং স্কুল শিক্ষকের সাথেও সামাজিক ভীত তৈরি হয়। ৬বছর থেকে ১২বছর বয়সে শিশুর মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক মনোভাবের বিকাশের শিক্ষা গ্রহণ করে।

শিশুর জন্মের ৫ থেকে ৬ মাস বয়সে ছড়ার অর্থ না বুঝলেও ছড়ার সুর ও ছন্দ শিশুকে আকৃষ্ট করে। শ্রুতি মধুর শব্দগুলি শুনতে শুনতে বোধগম্যের পর্যায়ে চলে আসে। প্রাথমিক বাল্যকালে শিশুরা খেলার সাথীদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে। অনেক সময় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলাবালি লেগে যাওয়ার জন্য কান্না করতে করতে মায়ের কাছে গেলে মা ছড়া আবৃত্তি করে রাগ ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেন:

“ধন কেন গো ধূলোয় পড়ে
ধূলো মাখা সাজ।
কিসের তরে এমন করে
মুখটি ভারী আজ।”[৭]

এই বয়সে ছেলে-মেয়েদের সামাজিক বিকাশের একটি অতি পরিচিত খেলা হলো কানামাছি খেলা যেখানে শিশুরা নিজেরা ছড়া আবৃত্তি করে। এই খেলায় একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয় আর অন্য খেলোয়াড় তার চার পাশে ঘুরতে থাকে। এই খেলায় চোখ বাঁধা কানামাছি অন্য কাউকে ছুঁয়ে দিলে সেই জন কানামাছিতে পরিণত হয়। এই ছড়াটিতে আদিম সংস্কার থাকলেও পরবর্তীতে কেবল সংস্কার-ই নয়, অন্ধের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পায় এই খেলায়। কানামাছির স্পর্শলাভের পর সেই খেলোয়ার কানামাছির ভূমিকা পালন করে। আবার গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত খেলার ছড়াটির মাধ্যমে চোরের শাস্তির প্রচলনটি ও প্রকাশ পায়, এমনটিও ভাবা যেতে পারে। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ছড়াটি হলো:

‘আনি বানি জানি না,
পরের ছেলে মানি না।
কানামাছি ভোঁ ভোঁ,
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।’

প্রাক্ বাল্যকালের পরিসমাপ্তির পরে প্রান্তীয় বাল্যকালের পর সাত বছর বয়সে ছেলে মেয়েরা পৃথক পৃথক দল গঠন করে থাকে। এই বয়সে গণতান্ত্রিক হওয়ার শিক্ষা, সহযোগিতার শিক্ষা, সামাজিক গ্রহণযোগ্য আচরণের শিক্ষা অর্থাৎ খেলার সাথিরাই শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে বেশি। এই খেলাগুলির মধ্যে সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাতে সহায়তা ও সামাজিক ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

“এলাটিং বেলাটিং সইলো।
কিসের খবর হই লো?
রাজামশাই একটি বালিকা চাইলো।
কোন বালিকা চাইলো?
ওমুক বালিকা চাইলো।
বালিকা নিয়ে কি হবা?
দশ দশকে যুদ্ধ হবে।
কিসে চড়ে যাবে?
ঘোড়ায় চড়ে যাবে।।”[৮]

শিশুদের এই খেলার ছড়াটির মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের চিত্র ধরা পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেই সময়ে নারীদের অবমাননার চিত্র। নারীরা সামন্ত প্রভুদের লালসার স্বীকারের চিত্র ঐতিহাসিক তথ্যেও লিপিবদ্ধ আছে। এই লোকক্রীড়ার ছড়াটির মধ্যে অর্থের বিনিময়ে নারীদেহ ভোগের দুঃখ জনক চিত্র উঠে আসে। এছাড়া আছে নীতি শিক্ষামূলক ছড়া, বিভিন্ন বিশ্বাস সংস্কারমূলক ছড়া, ব্রতের ছড়া, সমাজ সচেতনামূলক ছড়া, স্বাস্থ্য সচেতনতার ছড়া ইত্যাদি টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন নানান ছবি ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে যা শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে ছড়ার অবদান:

মনোবিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশু মনোবিদ্যা। আর এই মনোবিজ্ঞান হলো আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান যেখানে শিশুর আত্মা, মন, চেতনার পাশাপাশি দৈহিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে অনুসরণ করা হয়। একটি শিশু বেড়ে ওঠার সময় সে তার পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে নানান ধরণের সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আর এই শিশু বয়সে তার দ্রুত শারীরিক পরিবর্তনের ফলে তার মানসিক বিকাশও ঘটে থাকে। শিশুর মনস্তত্ত্বের বিকাশে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের ছড়া কিভাবে সহায়তা করে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মৌখিক সাহিত্যের ছড়াগুলি শিশু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তেমনি আবার এগুলির মধ্যে কিছু ছড়া আছে যেগুলি রস ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। সেই কারণে শিশু শিক্ষামূলক ছড়াগুলি শিশু সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য শিশুরা ছড়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও ছড়ার স্রষ্টা নয়, তাদের ভূমিকা শ্রোতার, রস আস্বাদনকারী হিসেবে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় আবৃত্তি করা ছড়া:

"ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"[৯]

শিশুকে ঘুম পাড়াতে মায়ের আবৃত্তি করা এমন অসংখ্য ছড়া আছে যেগুলি শিশুর মনস্তত্ত্বের বিকাশে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে। মায়ের মুখ থেকে শোনা ছড়ার সুর ও ছন্দ শিশুর মস্তিস্কে এক কল্পনার জগৎ তৈরি করে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায়।

"খোকন সোনা চাঁদের কোণা
আঁধার ঘরে আলো,
খোকনমণি থাকতে কেন
আবার প্রদীপ জ্বাল।"[১০]

একটি শিশু শুধু খেয়ে বা ঘুমিয়ে তুষ্ট হয় না তার আগ্রহ প্রবল, সে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে অনেক কিছু জানতে চায়। আর এই প্রকৃতিকে জানতে ও দেখতে চাওয়াই শিশুর প্রবৃত্তি। একটি শিশুর অক্ষর জ্ঞানের বা সাক্ষরতার অর্জনের আগে শুনে শুনে পড়তে শেখে সেটির নামই ছড়া। ছড়ার ছন্দ, তাল, সুর, অন্তমিল সব মিলিয়ে শ্রুতিমাধূর্য স্বরণ করার ও চিন্তা করার ক্ষমতা শিশুকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। ছড়া শিশুর চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও সৃজন ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়া, আচরণের বিকাশ বিষয়ভিত্তিক শ্রুতিমধূর ছড়াগুলি মনস্তত্ত্বের বিকাশে ও শিক্ষায় অনেক বেশি ফলদায়ক।

শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে ছড়ার অবদান:

শিশুর সংবেদনের বিকাশ, প্রত্যক্ষণের বিকাশ, ধারণার বিকাশ, চিন্তনের বিকাশ, স্মৃতি ও কল্পনার বিকাশ, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশকে একত্রে বৌদ্ধিক বিকাশ বলে। শিশুদের ছড়া আবৃত্তি করে শোনালে তাদের

কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুর মানসিক বিকাশে সবচেয়ে কার্যকরী হলো তার পিতা-মাতার সঙ্গ দেওয়া। তাদের পর্যাপ্ত পরিমানে সময় দিয়ে মজার মজার ছড়া আবৃত্তি করে শোনালে যেমন মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে তেমনি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ও স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হারে হয়ে থাকে। ছড়া কিভাবে বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে থাকে সেগুলি আলোচনা করা হলো।

জন্মের পর থেকে শিশুকে পরিচর্যা ও বড় করতে গিয়ে জননীকে যেমন নানানভাবে হিমশিম খেতে হয়। শিশুর মনকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো স্নান করানো সব ক্ষেত্রে জননীকে নানান আদব-কায়দা করে মন ভোলাতে হয়। শিশুরা কল্পনার জগতে বিচরণ করে যা তার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। দৃষ্টান্তমূলক একটি ছড়া:

"ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেয়ো।
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো।।
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেসন মেখে নেয়ো।
শীতলপাটি পেতে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো।।
আম কাঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেয়ো।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে।।
দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই।"[১১]

আবার শিশুদের খেলার ছড়াগুলি আরো বেশি মানসিক, সামাজিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে। কারণ শিশুরা একটু বড় হলেই তারা নিজেরাই নানান ছড়া আবৃত্তি করে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে। এই ধরনের ছড়াগুলি শিশুমনের রচনা, ছড়ার সুর আর ছন্দ যেমন আকষণীয় তেমনি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক। এরূপ একটি ছড়া:

"একটা কথা জানি। কি কথা?
ব্যাঙের মাথা। কি ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ। কি সরু?
দামড়া গরু কি দামড়া?
পিঁয়াজ কামড়া।"[১২]

যাকে পিঁয়াজ কামড়াতে বলা হবে সে এই খেলায় পরাজয় স্বীকার করবে। এই খেলাটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খেলা, যা শিশুদের আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি প্রশ্নোত্তরের এই খেলার ছড়াটি শিশুর স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তাশক্তির ও বৌদ্ধিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এছাড়াও নানান ছড়া প্রচলিত যথা: 'এলাটিন ব্যালাটিন চোর বায় ফোর ডি ফোর টাট্টি ফোর', 'খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে, ঘরে আছে হুনু বেড়াল কোমর বেঁধেছে।', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান, শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কনে দান'। 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চামে কাটে মজুমদার' ইত্যাদি।

শিশুর ভাষার বিকাশে ছড়ার অবদান:

শিশুর জন্মের পর থেকে তার মধ্যে নানান ধরনের আচরণের পরিবর্তন ও বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা, কল্পনা, ধারণা গঠনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কারণ ভাষাই শিশুর কল্পনার জগৎ ও চিন্তার জগৎকে সুস্পষ্ট করে। কারণ শিশু তার এই চিন্তনকে ও কল্পনার বিষয়কে ভাষার মাধ্যমে সকলের কাছে প্রকাশ

করে। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে থাকে। শিশু শিক্ষা ও শিশুর ভাষার বিকাশে ছড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ছড়ার সুর ও ছন্দ শিশুকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করে কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। শিশুকে খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো, কান্না থামানোর ক্ষেত্রে ভুলিয়ে রাখা, আদর করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছড়ার বিষয়বস্তু অসংলগ্ন। এরূপ একটি ছেলে ভুলানো ছড়া:

"আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে।।
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে ভোঁদড় নাচে।।
ওরে ভোঁদড়, ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা।"[১৩]

এখানে টিয়ে পাখির নৌকা চড়ে আসা, আবার হঠাৎ করে বোয়াল মাছের উদয় হয়ে সেই নৌকাখানি নিয়ে যাওয়া, সেটি দেখে ভোঁদড়ের নাচন, ভোঁদড়কে ফিরে এসে খোকার নাচ দেখতে বলা। এই রকম অসংখ্য অদ্ভূত অসম্ভব ঘটনা ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে স্থান লাভ করেছে, যা শিশু মনে বিস্ময় ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

কবিতার ছন্দের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে, ছড়ার দ্রুত উচ্চারণের জন্য শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। এখানে প্রত্যেক পর্বে চারটি করে মাত্রা থাকবে, প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় শ্বাসাঘাত পড়বে এবং প্রত্যেকটি চরণে উর্ধ্বপক্ষে চারটি পর্ব থাকবে এবং শেষের পর্বটি অপূর্ণপদী হবে। যেমন:

"কে মেরেছে/ কে ধরেছে/কে দিয়েছে/গাল
তাইতো খুকু/ রাগ করেছে/ভাত খায়নি/ কাল।"[১৪]

এই ছড়াটির প্রত্যেকটি পর্বে শ্বাসাঘাত থাকার জন্য এর ছন্দের লয়ও দ্রুত হয়েছে। যে কারণে ছড়াটির ছন্দকে বলবৃত্ত ছন্দ অথবা লৌকিক ছন্দ বলা হয়েছে।

এমন অনেক ছড়া আছে যেখানে রয়েছে বিয়ের ঘটনা, রূপকথা, পরীকথা, বাঘ-ভাল্লুক, রাক্ষস-খোক্ষস, ভূত-প্রেত, ঐতিহাসিক নানান ঘটনা, কিংবদন্তী, পরিবেশ ছাড়াও অর্থহীন নানান শব্দ যেগুলি ধ্বনির বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, খোকা যাবে বেড়ু করতে, লালা জুতুয়া ইত্যাদি।

ছড়ার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের উষ্ণ স্নেহ-মমতার স্পর্শ যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্তি রয়েছে। শিশুর প্রতি মায়ের অপত্যস্নেহের যে আবেগ তা সাধাসিধে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেইরূপ দৃষ্টান্তমূলক একটি ঘুম পাড়ানি একটি ছড়া হলো:

"ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুমরতুন উঠিলে যাদু কত খাইবা লনী।।
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোনার বাজুমণি।।
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমরতুন উঠিলে বাছা লনী দিমু মুই।।"[১৫]

ছড়ার সুর, তাল, ছন্দ, অন্তমিল সব মিলিয়ে শ্রুতি মাধূর্যপূর্ণ। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যেমন শিক্ষার বিকল্প নেই। তেমনি শিশুর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে ছড়া শিক্ষার বিকল্প নেই। ছড়ার

সাহায্যে শিশুর ভাষার বিকাশ শুরু থেকেই ভালোভাবে সরব পাঠের অভ্যাসের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। এই সরব পাঠের মধ্য দিয়েই শিশুরা স্পষ্ট এবং শুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী আয়ত্ব করতে শেখে ফলে ভাষার বিকাশ দ্রুত হয়।

শিশুর নৈতিক বিকাশে ছড়ার অবদান:

শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে দশ বছর বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ই তাদের মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে শিশুর নৈতিক বিকাশের জন্য পরিবারের মাতা-পিতার ভুমিকা বেশি থাকে। শিশুর নৈতিকতা বিকাশে ক্ষেত্রে মৌখিক সাহিত্যের ছড়া একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। শিক্ষার গুণগত মুল্য ও উপকারিতা বোঝাতে নীতি শিক্ষামূলক একটি ছড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

"অব তবু গিরি সুতা
মা বইলে পড় পুতা।।
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ন' পড়বু ঠ্যাঙ্গা লাঠি।।
ঠ্যাঙ্গা লাঠি কেনে খাও।
সকালে উঠিকু পড়তে যাও।।"[১৬]

লেখা পড়া না করলে যেমন সে মানুষ সমাজের অন্যান্যদের থেকে পিছিয়ে পড়বে। সমাজে বেকারত্ব নেমে আসবে সবাই তিরস্কার করবে। লেখা পড়া করে জ্ঞান অর্জন করলে সে সমাজের কাছে যেমন সন্মানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে, তেমনি তার দ্বারা অন্যান্য মানুষ উপকৃত হবে। ছড়াটির মধ্যে লেখা পড়ার যে মূল্য সেই নৈতিক শিক্ষার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা যেমন একজন মানুষকে সঠিক ও শুদ্ধ মানুষ রূপে গড়ে তোলে, তেমনি সমাজের কাছে সে একজন ভালো মানুষের মর্যাদা পায়। নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হলে সেই মানুষ পরিবারে, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা যেমন অন্যকে ভালো পথে থাকার পরামর্শ ও নীতিবান হতে সহায়তা করে। তাই শিশুকে ছোটো থেকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পরিবারের পিতা-মাতা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বড় ভূমিকা থাকে।

উপসংহার:

শিশুর বিভিন্ন বয়সে মৌখিক সাহিত্যের ছড়া, লোকসংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকনাট্যের শিক্ষাগত গুরুত্বগুলি ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে অনেক পরিবারে শিশুকে ভোলানোর জন্য মাতা-পিতা মোবাইল ফোনে কার্টুন ও গেম খেলতে দিচ্ছেন, যার ফলে শিশুরা ছোটো থেকেই এর প্রতি আসক্তি হয়ে পড়ছে ফলে মৌখিক সাহিত্যের ছড়া, লোকসংগীত, ধাঁধা, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন গুলি চর্চা কমে যাচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী শিশুর পরিবার ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি। ছোটো থেকেই শিশুরা নানান অপরাধ মূলক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যার ফল হচ্ছে ভয়ঙ্কর, শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। তবে কিছু কিছু বাচ্ছাদের নার্সারি স্কুল গুলোতে শিশুশিক্ষা পাঠ্যক্রমে মৌখিক সাহিত্যের নানা উপাদানগুলি পড়ানো হচ্ছে। আর এর ফলেই আমরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্র.খণ্ড)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২০৯।
২. সিদ্দিকী, আশরাফ। লোকসাহিত্য। গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২০৫।
৩. দাস, পি. আর। হুগলী জেলার সার্বিক সাক্ষরা ও জনস্বাস্থ্য। সাহিত্য সেতু পত্রিকা, হুগলী, ২৩ সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ১৩৪।
৪. ভট্টাচার্য্য, মানিক (সভাপতি)। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৭, পৃ. ৪।
৫. চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদক)। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪ পৃ. ৭৬।
৬. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ। বাংলার লোক-সাহিত্য (প্র.খণ্ড)। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।
৭. মণ্ডল, মনোজ (সম্পাদনা)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর লোকসাহিত্য সংগ্রহ। রাঢ়, বীরভূম, ২০১২, পৃ. ২৯
৮. চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদক)। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
৯. তদেব, পৃ. ৭৩।
১০. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০৭।
১১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসাহিত্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
১২. তদেব, পৃ. ২২৩।
১৩. মণ্ডল, মনোজ (সম্পাদনা), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর লোকসাহিত্য সংগ্রহ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১৪. গুপ্ত, অশোক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪৪।
১৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (প্র.খণ্ড)। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
১৬. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।